জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ০৮

বিপন্ন অবস্থা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে। দ্রুত গলে যাচ্ছে মেরু অঞ্চল ও পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফ। এর অন্যতম বিরূপ ফল হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২৫ সে. মি.। পৃথিবীতে প্রায় ৬৫ কোটি মানুষ সমুদ্র উপকূলে বাস করে এবং পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ শহর উপকূল এলাকায় অবস্থিত। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে পৃথিবীব্যাপী। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩২ ভাগ উপকূলীয় এলাকা যেখানে ৩ কোটি ৫১ লাখ লোক বাস করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ধারণা কর হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে কুতুবদিয়ার ২৫০ বর্গ কি. মি., ভোলার ২২৭ বর্গ কি. মি. এবং সন্দ্বীপের ১৮০ বর্গ কি. মি. ভূমি এলাকার শতকরা ৬৫ ভাগ ইতিমধ্যেই সমুদ্রগর্ভে বিলিন হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন নদীপথ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কি. মি. পর্যন্ত লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলে সুপেয় পানির সংকটের পাশাপাশি দেশের প্রায় ৮৩০,০০০ হেক্টর কৃষি জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে।

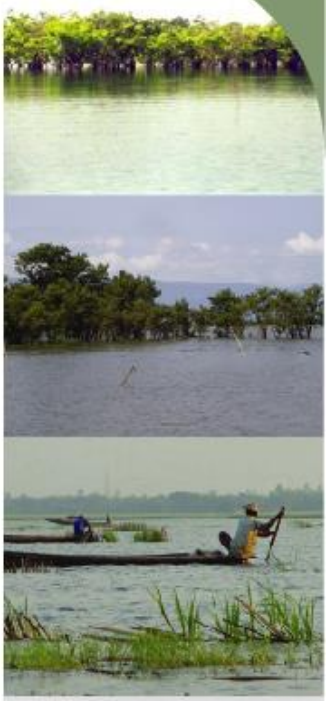

ঝুঁকি

- ধারণা করা হয় ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সে.মি. (প্রায় দেড় ফুট) বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি প্লাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় জেলাসমূহের সাড়ে ৩ কোটি লোকের উল্লেখযোগ্য পরিমান স্থানান্তরিত হবে। তাছাড়া প্লাবিত এলাকার সকল উৎপাদন ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মি. (৩ ফুটের উপর) বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনসহ বর্তমানে অবস্থিত দেশের সকল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হবে হাজারো পরিবার।

- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমাণ হবে আরো ভয়াবহ।

- উপকূলীয় অঞ্চল এবং এর সম্পদ রক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং অবকাঠামোগত ব্যয় আরো বৃদ্ধি পাবে।

- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগণ যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই এবং উপকূলীয় সম্পদের উপর নির্ভরশীল তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

খাপ খাওয়ানোর উপায়

- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা সহনীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করতে হবে।
- উপকূলীয় এলাকায় প্রচণ্ড ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে টিকে থাকতে পারে এরকম ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হবে।
- মাছ ধরার নৌকার কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে করে উত্তাল ঢেউ-এর আঘাত সহনীয় হয় এবং সহজে ডুবে না যায়।
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা সহনীয় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপকূল উন্নয়নের নীতিমালার প্রণয়নসহ ভূমি ব্যবহার কৌশল, বিল্ডিং কোড, বীমার প্রবর্তন করতে হবে।
- উপকূল এলাকায় ব্যাপকহারে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এর ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পুকুরে বা ঘেরে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে রুই জাতীয় মাছের বদলে লবণাক্ততা সহিষ্ণু যেমন, চিংড়ি, কাঁকড়া, বাটা, ভেটকি ইত্যাদি মাছের চাষ প্রচলন করতে হবে।
- উপকূল এলাকায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো লবণাক্ততা, প্লাবণ ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরি করতে হবে।
- গবেষণার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে উপকূলীয় বা লবণাক্ত এলাকার জন্য উপযোগী যে সকল গবেষণার ফলাফল রয়েছে তার ভিত্তিতে পরিবর্তিত চাষাবাদ শুরু করতে হবে। এছাড়াও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে করণীয় বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।
- সর্বোপরি উপকূল এলাকার জনগণকে এ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতন করে তুলতে হবে।

UNDP Bangladesh · DFID Department for International Development · CDMP · Climate Change Cell · CNRS